Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 70–75
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মাইকেলের ‘পদ্মাবতী’ : ভারতীয় পুরাণে নব নির্মাণ

শানন রায়
প্রাক্তন ছাত্রী (স্নাতকোত্তর)
বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: shanonroy93@gmail.com

Keyword
পুরাণ-চরিত্র, গ্রিক, পাশ্চাত্য-ছাঁচ, ষড়যন্ত্র, প্রেম, শ্রেষ্ঠসুন্দরী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা

Abstract
মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত ‘পদ্মাবতী’ শীর্ষক নাটকটিতে ভারতীয় পুরাণ-চরিত্রের কাহিনি বর্ণিত থাকলেও গ্রিক পুরাণের এক প্রসিদ্ধ গল্প ‘Apple of Discord’ অবলম্বনে নাট্যকার পাশ্চাত্য ছাঁচে ভারতীয় গল্পকে খুব সাফল্যের সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে শচী হয়েছেন গ্রিকপুরাণের ইন্দ্রাণী অর্থাৎ হেরা, মুরজা- অ্যাথেনি, রতি- অ্যাফ্রোদিতি, বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল- ট্রয়-রাজকুমার প্যারিস, এবং মাহেশ্বরীর রাজকন্যা পদ্মাবতী হয়েছেন স্পার্টার রাজকুমারী হেলেন। আর নারদ পালন করেছেন গ্রিক-পুরাণের প্রসিদ্ধ কলহের দেবী এরিসের ভূমিকা। নারদের ষড়যন্ত্র, ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর প্রেম, শ্রেষ্ঠসুন্দরীর সম্মান লাভের জন্য মরিয়া শচী, মুরজা ও রতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ও সেইসঙ্গে বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীলকে তাঁদের নানাভাবে প্ররোচিত করবার দৃশ্যগুলি নাটকে সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রিক পৌরাণিক কাহিনি “Apple of Discord”-এর অনুসরণে। গল্পে উল্লিখিত সোনার আপেলটি আলোচ্য নাটকে পরিণত হয়েছে এক স্বর্ণপদ্মে। ‘পদ্মাবতী’ নাটকে উক্ত প্রভাবগুলিই বর্তমান আলোচনার বিষয়।

Discussion

১.০ উপক্রমনিকা :

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মুক্তির পথটি যিনি প্রথম স্পষ্ট ভাষায় চিহ্নিত করেছেন, তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা ভাষায় মঞ্চানুগ নাট্যধারায় মধুসূদনই প্রথম রচনা করেছিলেন উৎকৃষ্ট নাটক। বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগের সুবাদে মধুসূদন নাট্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ‘অলীক কুনাট্য রঙ্গে’র তরল আবহাওয়া থেকে রাঢ়-বঙ্গের জনসাধারণের উদ্ধারকল্পে তাঁর নাট্যরচনা শুরু।

> “মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার নহেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণে তিনিই প্রথম সার্থক নাটক লিখিয়া বাংলার ভবিষ্যৎ নাট্য-সাহিত্যের একমাত্র পথ সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিয়া যান। সুতরাং এই বিদ্রোহী, অসমসাহসিক, অসাধারণ প্রতিভাবান নাট্যকারকে, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের জনক ও প্রবর্তকের সম্মানিত আসন সর্বাগ্রে দান করিতে হয়।” [১]

মধুসূদনই প্রথম স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজি নাট্যকলাকে অনুসরণ করার এবং ইংরেজি নাট্যাদর্শ অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন, যার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। সঙ্ঘাত-সঙ্কুল ঘটনার মাধ্যমে কাহিনির বিকাশ এবং জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিও মধুসূদনের নাটকেই প্রথম দেখা দিয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত গ্রিক পুরাণ-কাহিনি 'Apple of Discord'-*এর* ধারায় রচিত মাইকেলের 'পদ্মাবতী' এই শ্রেণিরই এক ভারতীয় পৌরাণিক নাটক।

১.১ 'বিরোধের আপেল' গল্পের ছায়াপুষ্ট মাইকেলের 'পদ্মাবতী' :

মধুসূদন মূলত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও তাঁর সমসাময়িক সামাজিক অবক্ষয়ের উপর দৃষ্টি রেখে বাংলা ভাষায় নাটক রচনার জন্য কলম ধরেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট পৌরাণিক নাটক দুটি হল 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'। 'পদ্মাবতী' নাটকের চরিত্রদের শরীরে রয়েছে পাশ্চাত্য আভরণ, এবং মনে আছে প্রাচ্যাদেশের লাবণ্য। এই দ্বিমুখী আদর্শের সম্পৃক্তিকরণ মধুসূদনের নাটকে সম্ভবপর হয়েছে কেননা তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের জলধিমন্থন করে অমৃত আহরণে সমর্থ হয়েছিলেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আকাশপথে মহর্ষি পুলস্তের আশ্রমে গমনরত নারদমুনির 'তিনটি দেব-নারী''[২] শচী, মুরজা ও রতিকে দেখে হঠাৎ ইচ্ছে হল যেমন করেই হোক, তাঁদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করতে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। আশ্রম-গমন স্থগিত রেখে পর্বত-সানুতে অবতরণ করে আপন 'মনস্কামনাটি' চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে মানস সরোবর থেকে তুলে আনা স্বর্ণ-পদ্মটি নিয়ে মুনি সেই তিন দেবীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং আপন কল্পনায় কাহিনি রচনা করলেন। কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন করে প্রত্যাগমনের সময় নারদ দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং সেখানে ফুটে থাকা একটি কনকপদ্ম দেখা মাত্রই তুলে নিয়েছিলেন। অকস্মাৎ আকাশে দৈববাণী হল—

> "হে নারদ, এ ভগবতীর পদ্ম, একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।" [৩]

অতএব, নারদমুনি এই পদ্মটি নিয়ে বড়োই 'বিপদে' পড়েছেন। এরপর স্বাভাবিকভাবেই সেই স্বর্ণ কমলটিকে পাবার লোভে তিন দেবীর মধ্যে কলহের সূচনা হয়, এবং নারদের পরিকল্পনাও সার্থক হয়। গ্রিক পুরাণে কলহের দেবীর নাম এরিস। গল্পে এরিসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

> "Eris, the goddess of Discord was well known around Mt. Olympus (the residence of the Olympic gods and goddess) as a poor and ungracious party guest. Indeed, she was known to start disastrous arguments." [৪]

[ভাবানুবাদ- এরিস ছিলেন সমগ্র অলিম্পাসে (অলিম্পিক দেব-দেবীদের বাসস্থান) একজন দরিদ্র, অকৃতজ্ঞ, তদুপরি দেবতাদের সকল অনুষ্ঠানে একজন অনিমন্ত্রিত ও অযাচিত অতিথি। বস্তুত, তিনি বিধ্বংসী তর্ক-সূত্রপাতের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।]

সুতরাং, রাজা পেলেউস ও সমুদ্র-কন্যা থেটিস তাঁদের বিয়ের আসরের জন্য নিমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় এরিসকে স্থান না দেওয়ার দরুন এই ভয়ঙ্করী দেবী আসরে উপস্থিত না থেকেও আপন জাদুবিদ্যাকে কাজে লাগান। বিবাহসভার মধ্যে তিনি একটি সোনার আপেল নিক্ষেপ করলেন যার উপর লেখা ছিল 'সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর জন্য'। স্বাভাবিকভাবেই সভায় উপস্থিত প্রত্যেক দেবীই নিজের জন্য সেই আপেল পেতে চাইলেন যার ফলস্বরূপ সেখানে এক উত্তপ্ত তর্কের সৃষ্টি হল। অনেক বিতর্ক ও অনেক ক্রন্দনের পর, স্বর্ণ আপেলটির জন্য তিনজন শক্তিশালী প্রার্থীর আবির্ভাব ঘটে— প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি, জিউস-পত্নী হেরা এবং প্রজ্ঞার দেবী অ্যাথেনি।

'পদ্মাবতী' নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রারম্ভে দেব-উপবনে মৃগয়া করতে এসে দেবী শচীর মায়ায় নিদ্রাবৃত বিদর্ভের রাজা ইন্দ্রনীলকে জাগ্রত করে কলহরতা তিন দেবী বিচারের ভার ন্যস্ত করেন ইন্দ্রনীলের উপর—

> "শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখতে পাচ্যেন, ঐটি আমাদের তিনজনের মধ্যে আপনি যাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।" [৫]

এরপর ইন্দ্রনীলকে 'সুরেন্দ্র মহিষী' শচী সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত করবার, 'ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী' মুরজা সমগ্র পৃথিবীর ধনরাশির মালিকানা প্রদান করবার, এবং 'মন্মথপ্রণয়িনী রতি' রাজাকে পৃথিবীর কোনো এক পরমাসুন্দরী নারী প্রণয়িনী হিসেবে উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন—

> "শচী। ...দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহুর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কত্যে পারি।
> মুর। ...হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী; এ বসুমতী আমারই রত্নাগার, —এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।
> রতি। ...আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্মই নাই। তা, মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।" [৬]

রতি-বাক্যের মর্মার্থ অনুধাবন করে কুমার ইন্দ্রনীল দেবী রতির চরণেই সেই স্বর্ণ কমলটি নিবেদন করেন।
'Apple of Discord' গল্পে 'সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী কে?' প্রশ্নটি প্রথমে করা হয়েছিল মানব তথা দেবতাদের শাসক জিউসের প্রতি। কিন্তু প্রশ্নটির প্রকৃত 'ওজন' উপলব্ধি করে জিউস এর সিদ্ধান্তের দায়িত্ব ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের দিকে ঠেলে দেন, এবং তিন দেবীর প্রত্যেকেই প্রলোভনের দ্বারা প্যারিসের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেন—

> "...'Examine me conscientiously,' said Hera, turning slowly around, and displaying her magnificent figure, 'and remember that if you judge me the fairest, I will make you lord of all Asia, and the richest man alive.'...
> 'Here I am,' said Athene, striding purposefully forward. 'Listen Paris, if you have enough common sense to award me the prize, I will make you victorious in all your battles, as well as the handsomest and wisest man in the world.'...
> Aphrodite sidled up to him, (Paris) '...as soon as I saw you, I said to myself: "Upon my word, there goes the handsomest young man in Phrygia! Why does he waste himself here in the wilderness herding stupid cattle?" Well, why do you, Paris? Why not move into a city and lead a civilized life? What have you to lose by marrying someone like Helen of Sparta, who is as beautiful as I am, and no less passionate? I am convinced that, once you two have met, she will abandon her home, her family, everything, to become your mistress. ...Have you never heard that it is my divine duty to arrange affairs of this sort'?" [৭]

[ভাবানুবাদ- "আমাকে সততার সাথে পরীক্ষা করুন,' হেরা বললেন, ধীরে ধীরে ঘুরে, এবং প্যারিসের সম্মুখে আপন অপরূপ দেহকান্তি প্রদর্শন করে— 'এবং মনে রাখবেন, যদি আপনি আমাকে সবচেয়ে সুন্দর বলে বিচার করেন, তবে আমি আপনাকে সমগ্র এসিয়ার প্রভু, ও সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করব।'

'আমি এখানে আছি', উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এগিয়ে গিয়ে অ্যাথেনি বললেন, 'শোনো প্যারিস, যদি আমাকে পুরস্কৃত করবার মতো সামান্যতম সাধারণ জ্ঞান তোমার থাকে, তবে জেনে রাখো, আমি তোমাকে তোমার সমস্ত যুদ্ধে বিজয়ী, এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, ও সবচেয়ে বুদ্ধিমান একজন মানুষ করে তোলার ক্ষমতা রাখি।'
এরপর অ্যাফ্রোদিতি প্যারিসের দিকে এগিয়ে গেলেন, "যে মুহূর্তে আমি তোমাকে দেখলাম, আমি উপলব্ধি করলাম, এ-ই ফ্রিজিয়ার সবচেয়ে সুদর্শন যুবক। কেন সে মূর্খের মতো এ শুষ্ক মরুভূমিতে নিজের জীবন নষ্ট করবে? কেন সে শহরে গিয়ে সভ্যতার নেতৃত্ব দেবে না? স্পার্টার রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে করে তার কী হারানোর আছে যে আমার মতোই পরমাসুন্দরী? আমি নিশ্চিত প্যারিস, তোমাদের দুজনের যদি একবার দেখা হয়, তবে সে তোমার সঙ্গিনী হবার জন্য তার প্রাসাদ, তার পরিবার, তার সবকিছু ছেড়ে তোমার কাছে চলে আসবে। আর এজাতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা আমার ঐশ্বরিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।"]
অ্যাফ্রোদিতির এই ভাবী 'পুরস্কারে'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যথারীতি প্যারিস সেই স্বর্ণ আপেলটি অ্যাফ্রোদিতির চরণেই অর্পণ করলেন।
কিন্তু পদ্মাবতীর মতো হেলেন অবিবাহিতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজা মেনেলিউসের পত্নী। অতএব অ্যাফ্রোদিতির আশীর্বাদে প্যারিস রাজমহিষী হেলেনকে চুরি করে আনার পর রাজা মেনেলিউস ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; এবং তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সমগ্র গ্রিস দেশের সৈন্যদল। গল্পের ভাষায়—

> "The abduction of Helen brought the wrath of Greece down upon Troy's head, and the city would pay dearly for Paris's romancing of a Greek queen." [৮]

[ভাবানুবাদ- "প্যারিসের দ্বারা হেলেনের এই অপহরণ ট্রয়ের মাথায় গ্রিসের জ্বলন্ত রোষকে বহন করে এনেছিল, এবং গ্রিক রাজমহিষীর সাথে প্যারিসের প্রেম-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ট্রয় শহরকে এক ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয়েছিল।"]
আলোচ্য নাটকেও পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীলের বিবাহের পর পরাজিত শচী আপন প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে মুরজাকে সঙ্গে নিয়ে কলিকে আদেশ দেন ছদ্মবেশধারী ইন্দ্রনীলের রাজকুমারী পদ্মাবতীকে বিবাহ করে নিজালয়ে নিয়ে আসার সংবাদ ভাটবেশে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে। যেহেতু পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত ছিলেন পৃথিবীর সকল দেশের রাজা, সেইহেতু উক্ত সংবাদ প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেশগুলির রাজা বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নাটকের চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কলির সংলাপ—

> "...এ বিদর্ভপুরে, –
> নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল; তার প্রতি
> অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
> আর মুরজা রূপসী, কুবের রমণী;
> -এ দোঁহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি
> বেরিয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি
> ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে।
> মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
> পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী;
> ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
> আনিয়াছে নিজালয়ে; এ সংবাদ আমি
> ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে।
> পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
> থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে—" [৯]

আর এই দৃশ্যেই সখি বসুমতীর নিকট পদ্মাবতীর বিলাপ-অংশটি লক্ষণীয়—

> "...আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ব্বতীর চরণ-প্রসাদে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বলতে পারে?" [১০]

এ প্রসঙ্গে মূল গল্পে লিখিত দুটি পংক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য—

> "Men had to leave their families and their kingdoms behind to join the Greek army. Some came reluctantly." [১১]

[ভাবানুবাদ: গ্রিক সেনাবাহিনিতে যোগদানের জন্য পুরুষদের তাদের পরিবার, তাদের রাজ্যগুলি ছেড়ে আসতে হয়েছিল। কেউ কেউ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগদান করেছিলেন।]
বস্তুত, 'পদ্মাবতী' নাটকে বর্ণিত এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধই গ্রিক পুরাণের সেই বিখ্যাত 'ট্রোজেন সমর'। কিন্তু গ্রিক-কাহিনিতে মায়ের দুঃস্বপ্নকে সত্যি করে দিয়ে ট্রয় নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং যুদ্ধে কুমার প্যারিস মৃত্যুবরণ করেন। অন্যদিকে আলোচ্য নাটকের শেষাংশে যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজা ইন্দ্রনীল দেবী রতির সহায়তায় অঙ্গিরা মুনির আশ্রমে আশ্রিতা পদ্মাবতীকে পুনরায় বিদর্ভ নগরে ফিরিয়ে আনেন। অর্থাৎ মূল কাহিনিতে সমাপ্তি বিয়োগান্তক হলেও নাট্যকাহিনির সমাপ্তি মিলনান্তক। মধুসূদন নাটকের কাহিনি বিদেশী পুরাণ থেকে অবচয়ন করলেও এর বিন্যাস হয়েছে সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে–

> "...তাঁর নাটকে গ্রীক-কাহিনীর গ্রীকত্ব বহুলাংশে বিসর্জিত হয়েছে। রচনাটির অভারতীয় প্রানধর্ম নাট্যকার অনেকাংশে ঢেকে দিতে সমর্থ হয়েছেন।" [১২]

আলোচ্য নাটকে মহাকবি কালিদাস-রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের প্রভাবও স্পষ্ট। পদ্মাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের মিলন, বিচ্ছেদ এবং অবশেষে অঙ্গিরা মুনির আশ্রমে তাঁদের পুনর্মিলন শকুন্তলার কাহিনিকেই স্মরণ করায়। এছাড়াও নাটকের বেশ কিছু দৃশ্য ও সংলাপ সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকের দৃশ্য থেকে হুবহু তুলে আনা হয়েছে। নাটক-সমাপ্তির স্বস্তিবচনও সংস্কৃত 'শকুন্তলা'র শেষাংশেরই প্রতিচ্ছবি। 'পদ্মাবতী' নাটক মধুসূদন রচনা করেছিলেন বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চের মুখ চেয়ে। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ-দেখা দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই লিখিত হয়েছে এই নাটক। তাই যতদূর সম্ভব সংস্কৃত নাট্যরীতির মিলনান্তক দিকটিকেই অনুসরণ করতে হয়েছে নাট্যকারকে।

২.০ উপসংহার :

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব কবিরূপে নয়- নাট্যকাররূপে। আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ প্রদর্শিত করেন মধুসূদন। তাঁর প্রতিভা মূলত মহাকবি ও গীতিকবির প্রতিভা হলেও নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি মৌলিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে এক চমৎকৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

> "আমরা সবাই জানি মাইকেল নাটকের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় যোজনা করতে চেয়েছিলেন, স্বতন্ত্র নাট্যরীতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; কারণ তিনি পোষণ করতেন স্বতন্ত্র নাট্যবোধ।" [১৩]

আলোচ্য নাটকে একটি বৈদেশিক কাহিনির সঙ্গে দেশীয় পৌরাণিক কাহিনির কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রের এমন নিবিড় যোগ-সাধন মধুসূদন দেখিয়েছেন যে, তাতে কাহিনির বৈদেশিক রূপ একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। দেশীয় ও বৈদেশিক উপাদানের সামঞ্জস্য বিধানে মধুসূদনের যে কৃতিত্বের পরিচয় অন্যত্রও পাওয়া যায়, 'পদ্মাবতী' নাটকেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়গুলির সঙ্গে পুরাণকেন্দ্রিক রচনাতেও এরূপ নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তাচেতনার দিক উন্মোচনের এই বিরল প্রতিভা তাই পাঠকচিত্তে চিরস্মরণীয়ের স্বর্ণসিংহাসনটি দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, ড অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ২০১০, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭, পৃ. ৬৭
২. মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মহাজন্মাষ্টমী, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪৯, পৃ.৭৪
৩. তদেব, পৃ.৭৪
৪. The Apple of Discord- The Story of the Trojan War, https://www.wboro.org>lib p.1
৫. মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মহাজন্মাষ্টমী, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪৯, পৃ. ৭৬
৬. তদেব, পৃ. ৭৬
৭. Graves, Robert, The Greek Myths, Penguin Books, volume two, Revised, 1960, p. 271-272
৮. The Apple of Discord- The Story of the Trojan War, https:// **Error! Hyperlink reference not valid.** p. 2
৯. মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মহাজন্মাষ্টমী, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪৯, পৃ. ৯৩
১০. তদেব, পৃ.৯৪
১১. The Apple of Discord- The Story of the Trojan War, https:// **Error! Hyperlink reference not valid.** p. 2
১২. গুপ্ত, ক্ষেত্র, নাট্যকার মধুসূদন, গ্রন্থ-নিলয়, প্রথম প্রকাশ, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৯, পৃ. ৯৩
১৩. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ], প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃ. ৪০৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৮৫২-১৯০০) প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৬২
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন সংস্করণ, ২০০৬-০৭
৩. সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২৮শে মে, ১৯৫৮
৪. গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় দূর ও মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম ষাণ্মাসিক, বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম, তৃতীয় পত্র, আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকের ইতিহাস, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, মে, ২০১৬